

শহর ও শহরতলী

বেহালার ঝিলে ভাসছে মহিলার দেহ! সাতসকালে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : সাতসকালে ঝিলের জলে ভাসছে মহিলার মৃতদেহ! দক্ষিণ কলকাতার বেহালায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়াল তীব্র চাঞ্চল্য। কীভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ? খুনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না স্থানীয়দের একাংশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। জলাশয় থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মহিলার পরিচয় এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাটি দক্ষিণ কলকাতার বেহালার ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিষ রায় রোড এলাকার। ওই এলাকায় রয়েছে একটি বড় ঝিল। জলাশয়টির চারপাশ বাঁধানো এবং রেলিং দিয়ে ঘেরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতের অন্যতম পরিচিত এলাকা এটি। মঙ্গলবার সকালে ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ঝিলের জলে এক মহিলার দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। এমন দৃশ্য দেখে



প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে জল থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মহিলার পরিচয় এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি এলাকার বাসিন্দা কি না, কোথা থেকে ঝিলে এলেন, কীভাবেই বা তাঁর মৃত্যু হল-এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝিলের চারদিকে

রেলিং রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে এর প্রবেশপথের দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ওই মহিলা কীভাবে জলাশয়ের ভিতরে

তাঁর মৃত্যু হয়েছে, নাকি অন্য কোনও কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমনকী, এই ঘটনার পিছনে অন্য কারও ভূমিকা রয়েছে কি না, সেই দিকটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত খুনের কোনও প্রমাণ সামনে আসেনি। তাই ঘটনাটিকে খুন বলে নিশ্চিতভাবে দাবি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সেই রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, মৃতার পরিচয় জানা এবং ঘটনার আগের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। বেহালার জনবহুল এলাকায় ঝিল থেকে মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এটি দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও অপরাধমূলক ঘটনা, এখন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির দিকেই আপাতত নজর রয়েছে।

বিধানসভায় শোভনদেবের হাতে ‘মিস্টি কাজলের! ফের হাত ধরবেন দিদির?!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : জোড়াকুল প্রতীক এবং নাম কার হাতে থাকবে তা নিয়ে চলছে দিদি টানটানি! নথি জমা দিতে খাত তৃণমূলকে আরও ১০ দিন সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এরপক্ষেই বিদ্রোহ খাত শিবিরে! মমতা শিবিরে এবার যোগ দিতে চলেছেন হাসনের বিধায়ক কাজল শেখ? পূজোর পর আজ, বিধানসভায় মমতা তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী ছিল। ঘটনানৈি উপস্থিত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে মিস্টি খান কাজল। এরপরেই জোর জল্পনা, তাহলে খুব শীঘ্রই কালাীঘাট ‘ঘর-ওয়াপসি’ হতে চলেছে বিধায়কের! তবে সবটাই ‘সৌজন্য সাক্ষাৎ’ বলে উািয়ে দিয়েছেন কাজল। যদিও তিনি ফিরতে চাইলে স্বাগত বলেই

জানিয়েছেন শোভনদেব। বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের সংসার



ভেঙে খান-খান হয়। তাঁর হাত ছেড়ে খাত তৃণমূলে যোগ দেন ৬৪ জন বিধায়ক। সেই তালিকায় ছিলেন হাসনের বিধায়ক কাজল শেখও। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনুরূত মণ্ডলও খাত শিবিরে যোগ দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকেই দুজনের সংঘাত কারোর অজানা নয়।

কেষ্ট-কাজলের সংঘাতে একাধিক সময় দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে অস্থগ্তিতে পড়তে হয়। বাংলায় রাজনৈতিকবদল

অনেকটাই কমে যায়। সূত্রের খবর, যা নিয়ে কাজল শেখ নাকি ক্ষুব্ধ ছিল বলেই খবর। এরই মধ্যেই বিধানসভার লবিতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজল শেখের মিষ্টি সৌজন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মমতাপন্থী এই বিধায়কের মন্তব্যে বেড়েছে আরও জল্পনা। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, উনি আসতে চাইলে স্বাগত। বেশ কিছু বিধায়ক দলে আসতে চাইছেন। তবে কারের কাদের নেওয়া হবে তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তবে সবাইকে যে নেওয়া হবে এমনটা বল বলেই দাবি কালাীঘাটপন্থী এই বিধায়কের। তবে কাজল শেখ আসতে চাইলে তাঁকে নেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন তিনি।

হট পূজায় বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : হট পূজা উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেল শিয়ালদহ ও সীতামটির মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৬১৪৬ শিয়ালদহ-সীতামটি স্পেশাল ট্রেনটি ১১.১১.২০২৬ ও ১৮.১১.২০২৬ তারিখে রাত ১১.৫০ মিনিটে (২৬.৫০ ঘণ্টা) শিয়ালদহ থেকে রওনা হয়ে পরের দিন বিকেল ৬.৩০ মিনিটে (১৫.৬০ ঘণ্টা) সীতামটি পৌঁছানোে। অন্যদিকে, ০৬১৪৪ সীতামটি - শিয়ালদহ স্পেশাল ট্রেনটি ১২.১১.২০২৬ ও ১৯.১১.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০টায় (১৭.০০ ঘণ্টা) সীতামটি থেকে ছাে পরের দিন দুপুর ১২.২৫ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছানোে। যাত্রাপথে ট্রেনটি উভয় দিকেই পূর্ব রেলের আওতাধীন নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, রিভরগঞ্জ, মধুপুর ও জসিডিহ স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার শ্রেণি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা থাকবে।উপরোক্ত বিশেষ ট্রেনগুলির বুকিং শুরুর তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

অশ্লীল গালিগালাজ ও অপমানের অভিযোগ, হেমায়েতপুরে আমবাগান থেকে গাড়িচালকের দেহ উদ্ধার

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বখর্ষী, ২৮ অক্টোবর : অশ্লীল গালিগালাজ ও অপমান সহ্য করতে না পেরেই কি চরম পদক্ষেপ? প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে হুমকি ও গালিগালাজের অভিযোগ



মৃতের আত্মীয়দের। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার নাদনঘাট থানার অন্তর্গত হেমায়েতপুর গ্রামের একটি আমবাগানে থেকে এক গাড়িচালকের দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম বিনয় বিশ্বাস। তাঁর বাড়ি নদীয়া জেলার নরদীপ থানার অন্তর্গত কলাবাগান এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিনয় বিশ্বাস পেশায় গাড়িচালক ছিলেন। গতকাল তিনি তাড়ার কাজে অনাত্র যাওয়ার

ঘটেছিল, তা নিয়ে তৈরি হয় উদ্বেগ। এরপর আজ সকালে নাদনঘাট থানার অন্তর্গত হেমায়েতপুর গ্রামের একটি আমবাগানে তাঁর দেহ বুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় চাষিরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় নাদনঘাট থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কালনা

ঘটেছিল, তা নিয়ে তৈরি হয় উদ্বেগ। এরপর আজ সকালে নাদনঘাট থানার অন্তর্গত হেমায়েতপুর গ্রামের একটি আমবাগানে তাঁর দেহ বুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় চাষিরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় নাদনঘাট থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কালনা

দিল্লিতে বাম-তৃণমূল ঘনিষ্ঠতা, অস্বস্তিতে বঙ্গ সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : দিল্লিতে ইন্ডি জোটে নতুন সমীকরণ। বঙ্গ নেতাদের অন্ধকারে রেখেই কাছাকাছি কেরল সিপিএম ও তৃণমূল। বাংলায় বিজেপি বিরোধিতার স্বার্থে রাজনীতির দুই মেরুতে থাকা দুই দলের নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা অস্বস্তিতে ফেলেছে আলিমুদ্দিনকে। দিল্লির রাজনীতিতে জন্ম নেওয়া নয়া সমীকরণ নিয়ে কানায়ুঘোে শুরু হতেই আপত্তি জানিয়েছে বঙ্গ সিপিএমের কর্মরেডরা। রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোটে ‘ জানিয়ে দিয়েছে আলিমুদ্দিন। তবে দিল্লিতে তৈরি হওয়া নতুন সমীকরণের কথা বঙ্গ সিপিএমকে জানানো হচ্ছে না কেন? প্রশ্ন তুলেছে আলিমুদ্দিন। স রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বলে কিছু নেই। গতসত্তে দলের স্বার্থই দেখে কথা। কিন্তু যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দেড় দশক ধরে লড়াই চালাচ্ছে বামেরা, সেই দলের সঙ্গেই সমঝোতার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। আর তা নিজেই অস্বস্তি

বাড়ছে বঙ্গ সিপিএমের অন্দরে। প্রশ্ন উঠছে, দিল্লির রাজনীতির স্বার্থেই কি বাংলায় নিজেদের অবস্থান বদলাতে পারে সিপিএম। সেই প্রশ্নই ঘোরাক্ষেপা করছে আলিমুদ্দিনের অন্দর। যদিও দিল্লির ক্ষমতার আপদে গড়ে ওঠা নয়া সমীকরণে আসক্তি জানিয়েছে বঙ্গ সিপিএম। এক সম্মত সিপিএমের বঙ্গ নেতৃত্বের সঙ্গে কেরল শিবিরের বিরোধ ছিল মূলত দলের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক ক্ষমতা নিয়ে। এখন সেই সমীকরণে যোগ হয়েছে তৃণমূলের সংসদীয় নেতৃত্বের একাংশ। দিল্লিতে কেরল-ঘনিষ্ঠ সিপিএম নেতাদের সঙ্গে তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও’ব্রানেন ও মহ্মা মৈত্রের যোগাযোগ ঘিরে নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। বাংলায় সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে কোনাও সমঝোতার পথ তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিজেই শুরু হয়েছে আলোচনা। মমতা-ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতাদের একাংশও এই উদ্যোগে যুক্ত বলে দলীয় সূত্রের দাবি। এই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে মমতা



চিঠি পাঠানো হয়েছিল। রাজ্য নেতৃত্বের একাংশও বিষয়টি আগে থেকে জানতেন না বলে খবর। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বঙ্গ সিপিএমকে অন্ধকারে রেখেই কি দিল্লিতে নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরির চেষ্টা চলছে? সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক পলিটব্যুরো বৈঠকে

তৃণমূলের সঙ্গে সম্ভাব্য সমঝোতা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন বঙ্গ সিপিএমের নেতারা। তাদের বক্তব্য, এত দিন ধরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও প্রশাসনিক

শাপে বর ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’ কালীপুজোর আগেই কলকাতার বাতাসে স্বস্তি, একধাক্কায় কমল দূষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : কালীপূজোর আগে বড় স্বস্তি কলকাতাবাসীর জন্য। সাধারণত উসবের মরশুমে যে শহরের বাতাস বিষিয়ে উঠতে শুরু করে, এ বার ছবিটা কিছুটা আলাদা। ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’ প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে ঢুকছে প্রচুর জলীয় বাষ্প। তার জেরে আপাতত কলকাতার বাতাসে দূষণের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। মঙ্গলবার শহরের বায়ুদূষণ সূচক ছিল ৯৮।

আর্দ্র বাতাস এবং বৃষ্টির কারণে বাতাসে ভাসমান দূষণকারণ ঘনত্ব কমতে পারে। তবে দূষণের মাত্রা নির্ভর করে বাতাসের গতিবেগ, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা এবং স্থানীয়

বৃদ্ধির পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে বলেও মনে করছেন তিনি। তবে আপাতত দূষণের মাত্রা কম থাকলেও কালীপূজো ও দীপাবলির সময় পরিস্থিতি ফের বদলে যেতে



নিগমনের মতো একাধিক বিষয়ের উপর। পরিশেষেবিদ ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তীর মতে, এ বছর কালীপূজোর আগে কলকাতার বায়ুদূষণের পরিস্থিতি কিছুটা স্বস্তিদায়ক। পরিবেশবিদদের একাংশের মতে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে তৈরি হওয়া আবহাওয়াগত পরিস্থিতি এবং সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাত দূষণের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করেছে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা

পারে। বাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে সূক্ষ্ম ধূলিকণা, ধোঁয়া এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়াও যদি দূষণ ছড়িয়ে পড়ার অনুকূলে না থাকে, তা হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। পরিবেশবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষের মতে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টিপাত ও অনুকূল আবহাওয়া আপাতত দূষণের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করবে। কিন্তু কালীপূজো ও দীপাবলির সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ করাি

পারে। বাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে সূক্ষ্ম ধূলিকণা, ধোঁয়া এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়াও যদি দূষণ ছড়িয়ে পড়ার অনুকূলে না থাকে, তা হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। পরিবেশবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষের মতে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টিপাত ও অনুকূল আবহাওয়া আপাতত দূষণের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করবে। কিন্তু কালীপূজো ও দীপাবলির সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ করাি

হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৮ অক্টোবর : ‘চিকিৎসা পরিষেবা নিতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হওয়ার অভিযোগ এক মহিলা। ইনজেকশন দেওয়ার নাম করে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার জগবল্লভপুরে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রুটিন চেকআপের জন্য ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়েছিলেন মহিলা। অভিযোগ, সেই সময় কর্মী জর্ঘস পাত্র তাকে ইনজেকশন দেওয়ার অস্থিায় অন্য ঘরে নিয়ে যান এবং সেখানে অপত্তিকর আচরণ করেন। ঘটনার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন মহিলা। পরে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানান তিনি। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসি়া দারা। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে জড়ে হন তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগবল্লভপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ ওঠার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক বলে জানা গিয়েছে। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

মশারি বিলি বিজেপি নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৮ অক্টোবর : হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়া নিউ মণ্ডলপাড়ায় ডেঙ্গির প্রকোপ ঘিরে উদ্বেগ। স্থানীয় সূত্রে দাবি, অক্রান্তের সংখ্যা শতাধিক। চার মাস আগে তৃণমূলের পরিচালিত পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজারা। বুধবার এলাকায় মশারি বিলি করে তিনি জানান, ডেঙ্গি মোকাবিলায় জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলাশাসকের দ্বারস্থ হবেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer(Civil)/BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works : (1) NIT No.: KMC/EEC/I/003/14/2026-2027/US Name of the Work: Repairing of paver block pavements at 83D/H/1, 83D/H/4, etc. Belgachia Road and other Uttaran areas in Ward No. 3; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,93,516.00; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion: 21 days. (2) NIT No.: KMC/EEC/I/004/09/2026-2027 Name of the Work: Repairing of IPS footpath at 20/6 Raja Manindra Road, 25/2 Northern Avenue and other places in Ward No. 4; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,10,072.00; Earnest Money: Rs. 5,000.00; Period of Completion: 21 days. (3) NIT No.: KMC/EEC/I/005/13/2026-2027 Name of the Work: Repairing of IPS footpath at 1, 3 Nilmoni Mitra Row and 9 Bonomali Chatterjee Street and other places in Ward No. 5; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,89,476.00; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion: 21 days. (4) NIT No.: KMC/EEC/I/005/15/2026-2027 Name of the Work: Repairing of Asphaltum Road at Khelat Babu Lane, Olai Chandi Road, Raj Kumar Chatterjee Road and other surrounding areas in Ward No. 5; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,61,652.00; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion: 21 days. (5) NIT No.: KMC/EEC/I/004/08/2026-2027/US Name of the Work: Repairing of Uttaran door, privies and other ancillary civil works at 14/2 Uma Kanta Sen Lane, 1H/90 Sarbakhan Road and other places in Ward No. 4; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,41,656.00; Earnest Money: Rs. 5,000.00; Period of Completion: 30 days; Last date and time of submission of bid : 14.11.2026 - 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 5]; Tender will be opened on : 17.11.2026 - 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 5]; The bid forms and other details are available on and from 30.10.2026 (6 p.m.) from the website http://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5]. The Executive Engineer(Civil)/BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work : NIT No.: KMC/XIV/127/022/26-27/R (1ST CALL) Name of the Work: Filling of different Roads with rubbish in Ward No. 127 under BR-XIV; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,97,591.65; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion: 21 days; Last date and time of submission of bid : 06.11.2026 (up to 5 p.m.); Tender will be opened on : 13.11.2026 (5 p.m.); The bid forms and other details are available on and from 30.10.2026 (from 5 p.m.) from the website http://etender.wb.nic.in The Executive Engineer(Civil)/BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :	(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/011/26-27 Name of the Work: Maintenance of KMC Office Building at Diamond Park, Joka in Ward No. 144 under BR-XVI; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 4,88,606.27; Earnest Money: Rs. 10,000.00; Period of Completion: 90 days. (2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/026/26-27 Name of the Work: Repairing of Asphaltum Road at Netaji Nagar Bye Lane, Amritlal Mukherjee Road Bye Lane etc. in Ward No. 125; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,97,342.82; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion: 30 days. (3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/032/26-27/UTTARAN Name of the Work: Improvement of C.C. Road at Bye Lane of Talpukur Road Slum area near Premises No. 683/A in Ward No. 126; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,50,762.55; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion: 30 days. (4) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/018/26-27/2ND CALL Name of the Work: Development of Road By Laying Hot-Mix at Balaka near Premises No. 8 in Ward No. 142; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,93,724.08; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion: 30 days. (5) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/023/26-27 Name of the Work: Construction of surface drain at Bye Lane of Julpia Road near Premises No. 27/3 in Ward No. 142; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,14,165.20; Earnest Money: Rs. 4,500.00; Period of Completion: 30 days. (6) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/022/26-27/UTTARAN Name of the Work: Maintenance of C.C. Road at Sajnaberia (Slum area) near Sajnebaria Burial Ground in Ward No. 142; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,80,616.39; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion: 30 days. (7) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/031/26-27 Name of the Work: Improvement of Road By Laying Not-Mix at Bye Lane of Naren Sarker Road near Premises No. 8A in Ward No. 126; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 4,84,542.36; Earnest Money: Rs. 10,000.00; Period of Completion: 30 days. (8) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/020/26-27 Name of the Work: Improvement of C. C. Road at Bye Lane of Biren Roy Road West Natan Para near Premises No. 65 in Ward No. 126; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 4,49,043.23; Earnest Money: Rs. 9,000.00; Period of Completion: 30 days; Last date and time of submission of bid : 07.11.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 to 6] and 05.11.2026 - 12 noon [For Sl. No. 7 & 8]; Tender will be opened on : 13.11.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 to 6] and 07.11.2026 - 12 noon [For Sl. No. 7 & 8]; The bid forms and other details are available on and from 30.10.2026 (from 5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 6] and 28.10.2026 - (5 p.m.) [For Sl. No. 7 & 8]. The website http://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 8].
645/26-27	

UNITY Small Finance Bank ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড মে তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্টর-৪০, সিউডস, সিউডস-দারাজে বেলগুমে স্টেশনের উপরে, নতি মুখই - ৪০০ ৭০৬				
দখল গ্রহণের বিবরণ (সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) করুন, ২০০২-এর চ(১) বিধির অধীনে)				
নোটে: নিম্নলিখিতকর্তার, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (একগেয়ে ইউনাইটেডব্লক লিগেট উল্লিখিত) এর অনুমোদিত স্বাক্ষরিত এবং সীল, টাওয়ার ১, সিউড গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, স্টের-৪০, সিউড, সিউড দারাজে বেলেগে স্টেশনের উপরে, নতি মুখই - ৪০০ ৭০৬-এ অবস্থিত, সিউডসলিগেটের যাত্রা দিনকলমে হয়। স্বাক্ষরাদিগাল অ্যাসোসি়েড রাউন্ড এনফোর্সমেন্ট স্বাক্ষরিত ইউনাইটেড রাউন্ড, ২০০২-এর (৪১) এর অধীনে, এবং সিউডসলিগেট ইউনাইটেড (এনফোর্সমেন্ট) করুন, ২০০২-এর বিধি ৬-এর সাথে পড়তে থাকা ১০(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রদান করে, উক্ত আইনের ধারা ১০(২)-এর অধীনে নিম্নোক্ত তারিখের একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি, যেখানে ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনাদেরকে (নাম এবং ঠিকানা নিম্নে উল্লিখিত) উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রাফির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ ঋণ এবং তাতে সুদ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এক্ষরার নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদি এবং সরগামাকের জানানো মতো যে, নিম্নলিখিতকর্তার, রাউন্ড ১২ ধারার উপধারা (৪) এবং (সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) করুন, ২০০২-এর চ-এর বিধি অনুসারে আমদের প্রদত্ত ঋণবোধ্যের নিম্নোক্ত বাকি সম্পত্তি দিল্লি উত্তর কর্তৃক। নিম্নোক্ত বিবরণ উপর উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এক্ষরার স্বাক্ষর করা হয়ে ে, তারা সেই উক্ত সম্পত্তি দিল্লি স্মল স্টেশনে প্রেরণ করেন। না করলে এবং উক্ত সম্পত্তি দিল্লি স্মল স্টেশনে কেনেদেই ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে, যার পরিমাণ নিম্নোক্তভাবে উল্লিখিত এবং তাতে উপর সুদ প্রযোজ্য হবে। জানানোরসঙ্গে সম্পদ খালি রাখা জন্য উপরোক্ত সময় সীমারেপ্ত আইনের ১৬ ধারার উপধারা (১)-এর বিধানকালী প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।				
ক্রম	স্বগুপ্রত্নীতা(গণ)-এর নামসহ- স্বগুপ্রত্নীতা(গণ)-এর নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ।	দাবি নোটিশ তারিখ ও পরিমাণ	দখল হস্তান্তরের তারিখ
	লোন আকারউট নম্বর(গুলি):-CFSLKOL- LOAN0000005002875			
	১. ইসলাম এন্ট্রাপ্রাইজ			
	২.তাজুন্না ইসলাম, C/o. আতাউল ইসলাম			
	৩. আতাউল ইসলাম, C/o. আতাউল ইসলাম			
	৪. গৌরা বিনি, C/o. আতাউল ইসলাম			
	নম্বর ১-এর জন্য যোগ করুন গ্রাম জমাকালী, পোস্টমসিকিটি, পিএস বাসুতিয়া, জেলা উত্তর ১৪ পিঞ্জাব, পিন্সিপেল, পিন ১৪৪৪০১।		১৮.০৬.২০২৬	
	নম্বর ২-এর জন্য যোগ করুন জমাকালী, পিএস বাসুতিয়া, জেলা উত্তর ১৪ পাবনা, পিন্সিপেল, পিন ১৪৪৪০১।		২২.২৪.৪৮০৬	
১।	জমাকালীজমাকালী, বাসুতিয়া উত্তর ২৪ পাবনা, পিন্সিপেল, পিন ১৪৪৪০১।	সমস্ত ৭৬ বর্গ সপ্তমসিবিবরণ:-সেই সমস্ত ৭৬ বর্গ ৭৬ অর্দি যার পরিমাণ গ্রাম ১৪ পিঞ্জাব,একই বা সাহানা বেশি বা মতো।	১৮.০৬.২০২৬	
	জমাকালী, পিএস বাসুতিয়া, জেলা উত্তর ১৪ পাবনা, পিন্সিপেল, পিন ১৪৪৪০১।	পরিমাণ নয় ১৬৬৬১-এর অধস্ত, এল.যার. দান নয় ২২৬৬-এর অধীন, থানা বাসুতিয়া, জমাকালী আদার।	২২.২৪.৪৮০৬	
	জমাকালীজমাকালী, বাসুতিয়া উত্তর ২৪ পাবনা, পিন্সিপেল, পিন ১৪৪৪০১।	গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সাধারণ মতো,জেলা ২৪ পাবনা (উত্তর)। ১৪৪৪০১সিউড সাহানা যার পরিচিতিতে- উত্তর পঞ্চায়েতের পিএস বাসুতিয়া,পূর্ব ৬৮ টাওয়ার ১৪ ধারা, দক্ষিণ সপ্তমসিবিবরণ ১৪৪৪০১সম্পত্তি দিল্লি স্মল স্টেশনে প্রেরণ করেন।	টাকা(ধারার লক্ষ চল্লিশ হাজার দার একশো দিল্লি) মাত্র।	২৬.১০.২০২৬
	জমাকালীজমাকালী, বাসুতিয়া উত্তর ২৪ পাবনা, পিন্সিপেল, পিন ১৪৪৪০১।	১১,০৬,২০২৬	২২.০৬.২০২৬	
			দাবি অস্বাধীনা	
স্থাপকর্তা /- অনুমোদিত স্বাক্ষরিত ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড				
স্থান: পিন্সিপেল তারিখ: ২২.০৬.২০২৬				

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ১১ কার্তিক, ১৪৩৩

কবি মোহিতলাল

কবি, প্রবন্ধকার এবং সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার জন্ম গ্রহণ করেন ২৬ অক্টোবর, ১৮৮৮ সালে। গভীর অন্তদৃষ্টি, নিপুণ বিশ্লেষণ ও ভাব-গভীর ভাষার মহিমায় তাঁর সমালোচনাধর্মী গ্রন্থগুলো ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মানসী পত্রিকাতে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয়। বীরভূমি পত্রিকায় কবিতা প্রবন্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁর কাব্যচর্চায় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব দেখা যায়। এছাড়াও, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়েরন্ধ কবিতার ছন্দোমার্ধ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মোহিতলাল কিছুকাল ভারতী গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক ছিলেন। তিনি শনিচক্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্র পরবর্তী কাব্যে কবি মোহিতলালের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও তাঁর সবিশেষ খ্যাতি ছিল। ভাষারীতির বিপুলতা নিয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল। কবি ও প্রবন্ধকাররূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই তাঁর কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। নজরুল ইসলামের পূর্বে আরবী-ফারসী শব্দের সার্থক প্রয়োগ তাঁর রচনায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভাবে ও ভাষায় প্রচলিত কাব্যরীতিতে মোহিতলাল ছিলেন বিদ্রোহীস্বরূপ। বাংলা সাহিত্যের দেহাত্মবাদী কবি হিসেবে তাঁর রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যে ক্লাসিক্যাল ভঙ্গি এবং রোমান্টিক ভাবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল গুলি জেলার চুঁচুড়া মহকুমার অন্তর্গত বলাগড় গ্রাম। তাঁর বাবার নাম নন্দলাল মজুমদার। নন্দলাল ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের জ্যতি ভাই। মোহিতলালের কৈশোর এবং বিদ্যালয়জীবন বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয়। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তিনি কিছুদিন কাচড়াপাড়ার কাছে হালিশহরে মায়ের মামা বাড়িতে অবস্থান করে সেখানকার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। মোহিতলাল চার-পাঁচ বছর বয়সে কাশীরাম দাসের মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত হন। নয় বছর বয়সে তার রোমাঞ্চ পাঠে আগ্রহ জন্মায়। বারো-তেরো বছর বয়সে পলাশীর যুদ্ধ এবং মেঘনাদ বধ কাব্য পড়ে শেখ করেন। বলাগড় বিদ্যালয় থেকে ১৯০৪ সালে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৯০৮ সালে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে বি.এ পাস করেন। কিন্তু অসুবিধায় পড়ে এম.এ পড়া ছেড়ে দেন। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত কলকাতার তালতলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এরপর ১৯১৪ সালে সরকারি জরিপ বিভাগে কানুনগো পদে চাকরি গ্রহণ করেন। তিন বছর তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পূণরায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তিনি। ১৯২৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা কর্মে নিয়োজিত থাকেন। ১৯৪৪ সালে অধ্যাপনার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন মোহিতলাল। তারপর তিনি কলকাতা চলে আসেন। পরে বঙ্গবাসী কলেজে গিরিশ সংস্কৃতি ভবনে অধ্যাপনায় যোগ দেন। কবি মোহিতলাল বিদ্রোহী কবি নজরুলকে খুবই স্নেহ করতেন। নিজের ভাইয়ের মতো ভালাবাসতেন নজরুলকে।

অখিল বন্ধু ঘোষ

অবিস্মরণীয় কর্ণশিল্পী ও সুরকার অখিলবন্ধু ঘোষ। অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠের জন্যে তাঁকে ‘মেলোডি কিং’ বলা হতো। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রাগপ্রধান সঙ্গীত ও নজরুল গীতিতে স্বচ্ছন্দ ছিলেন। বাংলা আধুনিক গানকে রাগাশ্রয়ী করে তোলার পিছনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তাঁর জনপ্রিয় গানের মধ্যে তোমার ভূপনে ফুলের মেলা, ও দয়াল বিচার কর, করে আছি কবে নেই, যেন কিছু মনে করোনা কেউ যদি কিছু বলে, ঐ যে আকাশের গায় দুরের বলাকারা ভেসে যায়, সেসিন চাঁদের আলো চেয়েছিলো জনতে, পিয়াল শাখার ফাঁকে ওঠে, কেন তুমি বদলে গেছ, ‘শিখা নদীর বুকে সন্ধ্যা নামিল হায়, আজ চাঁদিনি রাতি গো ইত্যাদি আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। প্রথম সঙ্গীতশিক্ষক মামা কালিদাস গুহ। কলকাতায় এসে তালিম পেলেন একে একে নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী, পণ্ডিত চিন্না লাহিড়ীর মতো গুণজনের কাছে। সম্ভবত কিছু দিনের জন্য পণ্ডিত জে জি কেনের কাছেও তালিম নিয়েছিলেন অখিলবন্ধু। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গভীর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু পরিবেশনায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তাঁর ছায়াসঙ্গীই হয়ে রইল, আলোয় প্রকাশ পেল না। নিজস্ব ধরনের আধুনিক বাংলা গানে তিনি হয়ে উঠলেন অনন্য। কিন্তু ১৯৮৮ সালে যখন অখিলবন্ধু মারা যান, সমকাল তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিল বিস্মৃতির অন্তরালে। তাঁর রেকর্ডিং পাওয়া যেত না তখন। অবিশ্বাস্য কণ্ঠসম্পদের এই মানুষটি যেন ‘নেই’ হয়ে গিয়েছিলেন গানের জগৎ থেকে। ১৯৯০ দশক নাগাদ রিমেক-এর দৌলতে আবার জেগে ওঠেন অখিলবন্ধু। আকাশবাণী এফএম-এর প্রাকপর্বে তিনি হয়ে ওঠেন প্রধানতম শিল্পীদের একজন। শচীন দেব বর্মণের গানে পাগল ছিলেন তিনি। বহু গুণজনের কাছে গান শিখেছিলেন, মনে মনে শচীন দেব বর্মণকেও দিয়েছিলেন গুরুর আসন। গাইতে গেলে কখনও বাদ পড়ত না শচীনকর্তার গান। এক ক্বার রেকর্ডে গাওয়া তাঁর নিজের একটি গান ওই শিল্পীর গলায় শুনে মুগ্ধ হলেন শচীন দেব সয়ং। ওই একই গান সেই গায়ককে নতুন করে রেকর্ড করার অনুমতি দিলেন তিনি। গানটি ছিল, ‘বধু গো এই মধুমাঙ্গ...’। গাইলেনও তিনি। বাংলা গানের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। মরমি শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষ তাঁর গানে স্পর্শ করেছিলেন গুরুপ্রতিম শিল্পীকেও। ১৯৪৪-৪৫ সাল থেকে কলকাতা বেতারে গান গাওয়ার মাধ্যমে শুরু হল অখিলবন্ধু ঘোষের যাত্রা। ১৯৪৭ সালে প্রথম রেকর্ড।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মাতৃশক্তি দিয়ে বিশ্বের উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার

বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিছু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বাবাবার বলতেন যে কোনও সময়ে

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের ভাগ্যাকাশে ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাবী ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভবিষ্যতদ্রষ্টা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলে রেখে গিয়েছিলেন, ‘ওরা সব কলমির দল, ওরা এখানকার, ওদের ওখানে আসতেই হবে।’ স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক নারী শক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন যিনি দেশের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। উৎসাহিত করবেন। পেয়ে গেলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে। ১৮৯৮ সালে ২৮ জুনযারি কলকাতায় পা রাখলেন মার্গারেট। তবে তাঁকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করার আগে বহুবার মাচাই করে নিয়েছিলেন স্বামীজি। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ তুমি করবে তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংকপ। পূরব্ব নয়, সিংহিনীর মতন শক্তিময়ী নারী চাই। ...এদেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই।’ তবে সিদ্ধান্ত তোমায় গ্রহণ করতে হবে। ‘আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আবার সাবধান করে দিই, তোমায় নিজের পায়ের দাঁড়াতে হবে। কারও আশ্রয়ের ভরসা করা চলবে না।’ মোমবাটা জাহাজে চেপে যখন ভারতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন মার্গাটের তখন তাঁর হাতে ছিল একটি চিরকূট স্বামীজির লেখা- ‘আমর গু আমি তোমার পাশে থাকবো। কথা দিচ্ছি তোমায়।’ স্বামী বিবেকানন্দের কথার ও পরে ভরসা করে পরাধীন ভারতের নাগরিকদের মুক্তি পথ খোঁতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর আগে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়েছেন এবং বিশদে জেনে নিয়েছিলেন। অম্বরস সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক ভেদাভেদের ফলে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না ভারতবাসীরা। তাদের এই ধর্মীয় আবেগ এবং সামাজিক বিভেদকে

পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বহাল তরিতে শানন করে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দারা ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য গোপনে গোপনে আন্দোলন করতে শুরু করে। মার্গারেট আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিতেবাসীদের মুক্ত করতে এসেছিলেন। তিনি একাদিকে যেমন বিপ্লবী আরবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ভারতকে স্বাধীন করার কাজে আবার তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে উৎসাহিত দিতেন উন্নততর বিজ্ঞান সাধনায়। বাগবাজারে মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা

দিয়েছিলেন যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চলেছেন তা অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্বিহা। প্রতি মুহূর্তে বিবাদ, বিক্ষোভ এবং বিপদও আসতে পারে। সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে। জাগরিত করতে হবে ভারতের নারী শক্তিকে। তবেই ভারতের মুক্তি। স্বামীজি তাঁর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছিলেন বিভেদের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষে গিয়ে তাঁর কাজ করতে কোনও



অসুবিধা হবে কিনা। কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সমাজকে জাগরিত করতে তিনি সক্ষম হবেন কিনা। অকুতোভয় মার্গারেট তাঁর জীবন শক্তি দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কর্মযোগ, ধ্যানযোগ এবং শক্তিব্যোগের সমন্বয়ে তিনি আজীবন ভারতবাসীর উন্নতির জন্য কাজ করে যাবেন। কোনও বিরুদ্ধ শক্তি তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আয়ালাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিলে মার্কসেরের। সেখান থেকে তিনি সংগ্রাম করার শক্তি অর্জন করেছিলেন। নিজে কিভারগার্ডেন স্কুল স্থাপন করলেন উইন্সলডনে। নাম দিলেন ‘দ্য কিংসলে স্কুল’। শিক্ষাকে জীবন উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করতেন। মার্গারেট ই লেক টে-।- ফিজিওলজি’, ‘ইরিটেবিলিটি অব প্ল্যান্ট’ এবং রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র এর প্রকাশিত গবেষণাপত্র সবকটিরই প্রবন্ধই মার্গারেট সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু তখন বিজ্ঞানী বলেই ইউরোপে তাঁর বহু তত্ত্বকে একেবারে হীন দৃষ্টিতে দেখা হতো। বিশ্ব বিখ্যাত অত্যন্ত শক্তিশালী বিজ্ঞান কর্মক্ষে অবহেলা করে দেওয়ার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী যেন ইউরোপের বিজ্ঞানীদের সমকক্ষ না হন। তাঁদেরকে অতিক্রম না করতে পারে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস যে ধরনের বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁর কাছে নোবেল পুরস্কার পাওয়া

একেবারেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁকে পেতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই নোবেল পুরস্কার নিয়ে ফেলেছিলেন ভারতের বিজ্ঞান সাধনায়। নিবেদিতার অবদান মানসিকভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশ বসু যাতে সেই সময়ে ভেঙে না পড়েন তার জন্য তারঙ্গের আশ্বিকারকতা ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু সেটাও তিনি প্রচার করতেন। ১৯০২ সালে বঁকিপুরে হিন্দু স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্বর্ধনায় তরুণদের বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আকর্ষিত হওয়ার কথা বললেন। সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসারের খুব প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার ইচ্ছা তাঁর মনের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। লোকমাতা নিবেদিতা রূপে মার্গারেট যখন শিক্ষার উন্নয়নের কাজ করতে শুরু করলেন তখন কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। ব্রাহ্ম ধর্মের মেয়েরাও পর্যন্ত শিক্ষিত যোঁটা চাইছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। শিক্ষিত নারী সমাজ তৈরি না হলে কিন্তু ভারত জগত হবে না বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার দরকার রয়েছে। বিজ্ঞানই পারে ধর্মীয় অন্ধকারকে দূর করে দিতে। মানবসেবা বহিষ্ঠৃত ধর্ম ভারতবাসীকে একেবারে নিমজ্জিত করে রেখে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বেলুড় মঠ তৈরি করে আধুনিক হিন্দু ধর্মের বিকাশ ঘটালেন, ভগিনী নিবেদিতা পরিচিত জনের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করতে শুরু করলেন। ভগিনী নিবেদিতা বিজ্ঞান উৎসাহের উৎকৃষ্ট ফসল হলো কলকাতার ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’। ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করে আগামী দিনে ভারতে নতুন বিজ্ঞানী সৃষ্টির পথ তৈরি করে দিয়ে গেলেন। কলকাতায় এসে যখন সমাজের বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন ভগিনী নিবেদিতা তখন তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম শুনতে পান। বহু প্রতিভার অধিকারী জগদীশ চন্দ্র বসু তখন দিশাহারা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর করণ অবস্থার সময়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন নিবেদিতা এবং সারাবুলা কালা আদমি বিজ্ঞানী বলেই জগদীশ চন্দ্র বসু ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে যোগ দিয়েও সাদা চামড়ার কমীদের চেয়ে কম বেতন পেলেন। চাকরিতে যোগদান করলেও তিনি বেতন গ্রহণ করতেন না। আর্থিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন। নিবেদিতা জগদীশ চন্দ্রকে উৎসাহ দিতেন।

সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা

শঙ্করলাল কর্মকার
পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-আঁধারে ঢাকা ছিল। হঠাৎ ১৯৭৪ সালের ডায়েরিটা হাতে পেয়ে পড়তে গিয়ে ঘটনাটির বিবরণ বেশি পড়ল। সঙ্গে তখনকার তোলা কয়েকটি ছবি। স্মৃতিকাতর মনে ইচ্ছা জাগল, নিজের জীবনের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি নিয়ে এত দিন কিছু লিখিনি, এখন লিখছি। আমার প্রজন্মের কিছু বিখ্যাত মানুষকে নিয়ে লেখা এই স্মৃতিকথা হয়তো এ প্রজন্মের পাঠকদেরও ভালো লাগবে। ১৯৭৪ সালের কথা। আমি তখন কলকাতায়। স্ত্রীর গুরুতর অসুস্থতার জন্য তাঁকে নিয়ে কলকাতায় গছি চিকিৎসা উপলক্ষে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে ক্যালকটা পিজি হাসপাতালে। উডবান

আয়ারল্যান্ডের মার্গারেট

প্রতাপ সাহা

সমাজকর্মী, লেখিকা এবং শিক্ষিকা ভগিনী নিবেদিতা (জন্মঃ- ২৮ অক্টোবর, ১৮৬৭ , মৃত্যুঃ- ১৩ অক্টোবর, ১৯১১)। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনের এক পরিবারের পারিবারিক আসরে মার্গারেট স্বামী বিবেকানন্দের বৈদ্যু্ত দর্শন ব্যাখ্যা শোনেন। বিবেকানন্দের ধর্মব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা ও প্রম্শোত্তরের ক্লাসে উপস্থিত থাকেন। তারপর বিবেকানন্দকেই নিজের গুরু বলে বরণ করে নেন। ১৮৯৮ সালে স্বশেষ ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে মার্গারেট চলে আসেন ভারতে। এই সময় বিবেকানন্দের কাছে ভারতের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, জনজীবন, সমাজতত্ত্ব, প্রাচীন ও আধুনিক মহাপুরুষদের জীবনকথা শুনে মার্গারেট ভারতকে জানতে থাকেন। ভারতে আসার কয়েক দিন পর রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রী সারদা দেবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এর কিছু দিন পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দেন। তিনিই মার্গারেটের নতুন নাম রাখেন ‘নিবেদিতা’। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য নিবেদিতা উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে বাসপাড়া লেনে মেয়েদের স্কুল খোলেন। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারী দেখা দিলে তিনি স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় রোগীদের সেবাশুশ্রূষা ও পল্লী-পরিক্ষারের কাজ করেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়। এরপর ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিয়মা নুসারে ধর্ম ও রাজনীতির সংস্ৰব ঠেকাতে সংঘের কেউ রাজনীতিতে জড়তে পারত না। তাই মিশনের সারা দাবী ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্মাসীদের সঙ্গে তাঁর আমৃত্যু সূসম্পর্ক বজায় ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে শুরু করেন নিবেদিতা। এই সময় অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এসবের পাশাপাশি নিবেদিতা মাদান রিভিউ, দ্য স্টেটসম্যান, অমৃত বাজার পত্রিকা, ডন, প্রবুদ্ধ ভারত, বালভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম,

সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল কালী দ্য মাদার, ওয়েব অফ ইন্ডিয়া লাইফ, ক্রেন্ডল টেলস অফ হিন্দুইজম, দ্য মাস্টার অ্যান্ড আই শ হিম ইত্যাদি।

ভগিনী নিবেদিতা ভারতের প্রভাবশালী ভাবের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বই মাতৃরূপা কালী পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতমাতা ছবিতা আঁকেন। বিধাননগরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যাশিকা পর্যদের ২০১০ সালে নির্মিত ভবনটি নিবেদিতার নামে নামাঙ্কিত। তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে ভগিনী নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিটির নাম রাখা হয়েছে সিস্টার নিবেদিতা অ্যাকাডেমি। তাঁর নামে একাধিক বিদ্যালয় ও কলেজের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরে মার্গারেট এলিজাবেথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল ছিলেন ধর্মযাজক। মায়ের নাম ছিল মেরি ইসাবেলা। মাত্র দশ বছর বয়সে মার্গারেটের বাবা মারা যান। তারপর তাঁর দাদামশাই তথা আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী হ্যামিলটন তাঁকে লালন পালন করেন। লন্ডনের স্কুলে মার্গারেটের বিদ্যাশিক্ষা। সতেরো বছর বয়সে শিক্ষাজীবন শেষ করে মার্গারেট শিক্ষিকার পেশা গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে উইন্সলডনে নিজের একটি স্কুল খোলেন। পাশাপাশি নানা পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে ও চার্চের হয়ে নানা সেবামূলক কাজও শুরু করেন।

ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন নিবেদিতা। ১৯১১ সালে হাওয়া বদলের জন্য জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে জড়তে পারত না। তাই মিশনের সারা দাবী ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্মাসীদের সঙ্গে তাঁর আমৃত্যু সূসম্পর্ক বজায় ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে শুরু করেন নিবেদিতা। এই সময় অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এসবের পাশাপাশি নিবেদিতা মাদান রিভিউ, দ্য স্টেটসম্যান, অমৃত বাজার পত্রিকা, ডন, প্রবুদ্ধ ভারত, বালভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম,

অনেকের সঙ্গে। মাঝেমাঝে সৈয়দ মুজতবা আলী আসতেন আড্ডা গরম করতে। সাহিত্যিক মনোজ বসু ও অম্লদাশঙ্কর রায়ের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন এঁদের সঙ্গে পরিচয় ও আলাপ হয়। পরে তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। কলকাতায় আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন অমিতাভ গুপ্ত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখেছেন। পেশায় ছিলেন জেনারেল লাইফ ইনসপুরেন্সের কলকাতা ব্রাঞ্চের প্রধান কর্মকর্তা। সাবেক ডালহৌসি স্কোয়ারে ছিল তাঁর অফিস। মাঝেমাঝে তাঁর অফিসেই সময় কাটাতাম। কলকাতায় গেলে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িটি আমি সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াতাম।

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আসন্ন কলকাতা ফিল্ম উৎসব



আসন্ন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে চলছে আলাপ আলোচনার বৈঠক। আলোচনার বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেছেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, চেয়ারম্যান মিত্রন চক্রবর্তী সহ চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সংবাদেঃ রবীন্দ্রকুমার শীল। ছবিতেঃ বৃন্দদেব মিশ্র।

দেশের কথা

কর্নাটকে কংগ্রেস ধুয়েমুছে সাফ!বিধান পরিষদের চার আসনেই এনডিএর জয়

বেঙ্গলুরু,২৮ অক্টোবর : দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক জমি শক্ত করার পথে বড় সাফল্য পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। কর্ণাটকের বিধান পরিষদের নির্বাচনে গ্র্যাজুয়েটস ও টিচার্স কেন্দ্রের চারটি আসনেই জয় পেল এনডিএ প্রার্থীরা। তিনটি আসনে জিতেছে বিজেপি, অন্য আসনটি গিয়েছে জোটসঙ্গী জেডি (এস)-এর দখলে। অন্যদিকে, রাজ্য ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসকে ফিরতে হয়েছে শূন্য হাতে। নির্বাচনের এই ফলকে হাত শিবিরের কাছে বড় ধাক্কা হিসেবেই দেখছে রাজ্যভিত্তিক মহলা। জয়ের পর কংগ্রেস সরকার এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে নিশানা করে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবার নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই কর্ণাটকের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। গ্র্যাজুয়েটস এবং টিচার্স কেন্দ্রগুলিতে এনডিএর এই সাফল্য আগামী দিনের রাজনীতিতে কটটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে চলছে আলোচনা। বিশেষ করে ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ফলকে রাজনৈতিকভাবে তাপসপূর্ণ বলে মনে করছেন বিজেপি ও জেডি (এস) নেতৃত্বা। নির্বাচনের ফল অনুযায়ী, চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতে জয়

পেয়েছে বিজেপি। বাকি একটি আসনে জয়ী হয়েছেন জেডি (এস)-এর প্রার্থী। সবচেয়ে নজরকাড়া ফল এসেছে বেঙ্গালুরু টিচার্স কেন্দ্র থেকে। সেখানে কংগ্রেসের



পূর্তাচারের বিধান পরিষদ সদস্য পূর্তান্নাকে পরাজিত করেছেন জেডি (এস)-এর এ পি রম্‌নাথ। রম্‌নাথ পেয়েছেন ১০ হাজার ৮১০টি ভোট। অন্যদিকে, পূর্তান্নার ঝুলিতে এসেছে ৯ হাজার ৯০২টি ভোট। অর্থা, ৯০৮ ভোটের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেছেন জেডি (এস) প্রার্থী। অভিজ্ঞ কংগ্রেস নেতাকে হারিয়ে এই আসনে জেডি (এস)-এর জয় এনডিএ শিবিরের কাছে বিশেষ তাপসপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব টিচার্স

কেন্দ্রেও বড় সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। কংগ্রেসের শরণাশ্রা মাতুরকে ৬ হাজার ২৯৭ ভোটে হারিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শশীল জি নমোশি। এই জয়ের ফলে টানা নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তবে বিধান পরিষদের নির্দিষ্ট শিক্ষক ও স্নাতক কেন্দ্রের ফলকে সরাসরি গোটা রাজ্যের জনমতের প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায় কি না, তা নিয়েও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। ফল প্রকাশের পরই কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিশানা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব হয়েছে বিজেপি। দলের এন্ড্র হ্যাভলে উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে, ‘ ইটস ডান ট্রো!’ পাশাপাশি, টিচার্স ও গ্র্যাজুয়েটস কেন্দ্রের চারটিতেই এনডিএর জয়ের কথা তুলে ধরে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছে গেরুয়া শিবির। কর্ণাটকে কংগ্রেসের সরকার থাকা সত্ত্বেও এই নির্বাচনে কোনও আসন জিততে না পারাকে হাত শিবিরের জন্য বড় রাজনৈতিক ধাক্কা বলে দাবি করছে বিজেপি। বিরোধীদের বক্তব্য, রাজ্যের শিক্ষিত ভোটারদের একাংশের মধ্যে সরকারের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষের ইঙ্গিত দিচ্ছে এই ফল।

দক্ষিণ-পূর্ব গ্র্যাজুয়েটস কেন্দ্রেও জয় পেয়েছে গেরুয়া শিবির। সেখানে বিজেপির কে এম সুরেশ জয়ী হয়েছেন। চারটি কেন্দ্রেই এনডিএর এই সাফল্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি এবং ভোটের সমীকরণ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তবে বিধান পরিষদের নির্দিষ্ট শিক্ষক ও স্নাতক কেন্দ্রের ফলকে সরাসরি গোটা রাজ্যের জনমতের প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায় কি না, তা নিয়েও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। ফল প্রকাশের পরই কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিশানা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব হয়েছে বিজেপি। দলের এন্ড্র হ্যাভলে উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে, ‘ ইটস ডান ট্রো!’ পাশাপাশি, টিচার্স ও গ্র্যাজুয়েটস কেন্দ্রের চারটিতেই এনডিএর জয়ের কথা তুলে ধরে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছে গেরুয়া শিবির। কর্ণাটকে কংগ্রেসের সরকার থাকা সত্ত্বেও এই নির্বাচনে কোনও আসন জিততে না পারাকে হাত শিবিরের জন্য বড় রাজনৈতিক ধাক্কা বলে দাবি করছে বিজেপি। বিরোধীদের বক্তব্য, রাজ্যের শিক্ষিত ভোটারদের একাংশের মধ্যে সরকারের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষের ইঙ্গিত দিচ্ছে এই ফল।

যদিও নির্বাচনের ফলের ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে আরও তথ্য ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এনডিএর জয়ের পর প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা জেডি (এস) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী। কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান প্রশাসন অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিক্রিতি দিলেও সেগুলি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হচ্ছেন। কুমারস্বামীর মতে, ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ফল শিক্ষক ও স্নাতকদের ভরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা। তাঁর বক্তব্য, এই জয় রাজ্যে এনডিএর শক্তি বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। সব মিলিয়ে, কর্ণাটকের বিধান পরিষদের চারটি আসনেই এনডিএর জয় রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উতাপ ছড়িয়েছে। কংগ্রেসের শূন্য হাতে ফেরা যেমন দলের কাছে আত্মসমালোচনার বিষয়, তেমনিই বিজেপি ও জেডি (এস)-এর কাছে এই ফল আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে। তবে এই সাফল্য ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে, তার উত্তর মিলবে আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই।

৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে হলদিয়ায় নতুন কারখানার সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

মহন্ত দাশগুপ্ত : নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিজীর জন্মতিথি এখানো চলছে, সেই জন্মতিথি শেষ

হওয়ার আগের মুহূর্তে সারা রাজ্যে দুর্গাপূজা ও শারদীয়া উৎসব খুব সুন্দরভাবে ও শান্তিতেই সম্পন্ন হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সদিচ্ছায় ও সম্পূর্ণ সক্রিয়তায় এবং সামাতাপূর্ণ সহায়তায়। ঠিক এই সময়েই এরাভ্যে ৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে ফেনল ও অ্যাসিটোন কারখানা নির্মাণে হাত বাড়ালো এইচপিএল। যে সময় শারদীয়া উৎসবে দুর্গাপূজার আবেহ ও খুশির আবহাওয়ায় শিউলির গন্ধে মাতো মাতো পরিবেশ এবং দুর্গাপূজায় ও শারদীয়া উৎসবে সকলে যখন মেতে উঠেছে। ঠিক সেই সময়েই কংক্রিটের গন্ধেও খুশিতে মাতঘরা হল রাজ্যের শ্রমিককূল। এই খুশির মধ্যেই শিল্পশহর হলদিয়ার মুকুটে নতুন করে যোগ হলো নতুন আরও এক শিল্পের পালাক। দেশের বৃহত্তম ফেনল ও অ্যাসিটোন কারখানার পথ চলা শুরু হলো ৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে। ২৬ শে অক্টোবর বুধবার থেকে এই বৃহত্তম কারখানার পথ চলা শুরু হলো। কারখানার শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালস

লিমিটেড-(এইচপিএল) সম্পূর্ণ অধীনস্থ সংস্থা অ্যাডপার্মা প্রাইভেট লিমিটেড এই প্রকল্প গড়ে তুলেছে।



কোম্পানির আধিকারিকরা বলেন ভারতের পূর্ব উপকূলে এটিই প্রথম ফেনল উপাদানকারী কারখানা। এই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাথে যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন দ্যা চ্যাটার্জি গ্রুপের চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, এইচপিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সিইও নবনীত নারায়ণ এবং অ্যাডপার্মার প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও সঞ্জীব বাসুদেবী, রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং, রাজ্যের মুখ্যসচিব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও বিভিন্ন দেশের শিল্পকর্তৃগণ। হলদিয়ায় এইচপিএল-এর বর্তমান পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স-এর মধ্যেই কারখানাটি নির্মাণ হয়েছে। ফেনল ও অ্যাসিটোন তৈরির প্রধান কাঁচামাল প্রোপিলিন

এবং বেঞ্জিন। পাশের এইচপিএল কারখানা থেকেই সরাসরি এই দুটি কাঁচামাল পারে অ্যাডপার্মা। ফলে প্রাথমিক কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত রাসায়নিক উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়াটিই হলদিয়াতেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। নতুন কারখানাটিতে বছরে তিন লক্ষ ৪৫ হাজার টন ফেনল এবং দুই লক্ষ ১৫ হাজার টন অ্যাসিটোন উপাদান করা যাবে। এক ছাদের নিচে এত রাসায়নিক আমদানি করতে হতো। উপাদানের নজির দেশে এই প্রথম। দেশের বাজারে ফিনল ও অ্যাসিটোনের চাহিদা বরাবরই বেশি ছিল ছিল। কিন্তু উৎপাদন পর্যাণ্ড না হওয়ায় এতদিন বিদেশ থেকেই বিপুল পরিমাণে এই দুই রাসায়নিক আমদানি করতে হতো। আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওঠা নামার প্রভাবও পড়তো ভারতীয় সংস্থগুলির উপরে। তাই এই হলদিয়ার নতুন কারখানা চালু হওয়ায় আমদানির উপর নির্ভরতা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশীয় ক্রেতারা আরও নির্ভরযোগ্যভাবে এই দুই রাসায়নিক পেতে পারবেন।পাশাপাশি স্থিতিশীল দামে সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও নতুন কারখানাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে আশা করেন কোম্পানির আধিকারিকরা।

পুজো মিটতেই পুজো-কাণ্ডে গ্রেফতার ইন্দ্রনীল!

১-র পাতার পর-প্রিভিউ শো’ দেখার জন্য ১ হাজার ৭৪৯ টাকা থেকে ৫ হাজার ৪৯৯ টাকা পর্যন্ত দামে সাধারণ মানুষের কাছে টিকিট বিক্রি করা হয়। ইউনিক্সের লোগো ও নাম ব্যবহার করে ২০২৬ ও ২০২৪ সালেই এক লক্ষেরও বেশি টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। সেই টিকিট বিক্রির টাকা নগদে তুলে কিংবা নানাবিধ ভুলো খরচ দিয়ে তরফ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এনাবিক, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ

রাজ্যের এই প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশির পর তাঁকে সিডিও কমপ্লেক্সে দু’বার তলব করা হয়েছিল। প্রত্যেকবারই ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ঘেরা করা হয় তাঁকে। তারপর কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে আর্জি করেছিলেন ইন্দ্রনীল সেনা। তবে সেই আবেদন খারিজ হয়। গ্রেফতারির আশঙ্কা জোরাল হতে সুপ্রিম কোর্টে নান ভুলমূল মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য। সেখানেও স্বস্তি পাননি তিনি। বুধবার তাঁর আশঙ্কাই সত্যি হল। পুজো দুর্নীতি মামলার গ্রেফতার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী।

কলকাতা পুরসভার ডিলিমিটেশন মামলায় প্রশ্ন হাইকোর্টের

১-র পাতার পর-প্রশাসকের ডিলিমিটেশন নিয়ে পদক্ষেপ করার কোনও আইনি অধিকার নেই। বিকাশরঞ্জনের বক্তব্য, আগে কলকাতা পুরসভায় ওয়ার্ডের সংখ্যা ছিল ১৪৪। গত ৫ আগস্ট সংশোধনের সুপারিশ করা হয় এবং ৭ আগস্ট রাজ্যপাল বিলে সম্মতি দেন। ২২ আগস্ট বিষয়টি মুখ্যসচিবের কাছে পাঠানো হয় এবং আপত্তি চাওয়া হয়। মুখ্যসচিব নির্বাচিত সরকারের উর্ধে নন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। আইনজীবী তথা রাজসভার প্রাক্তন সাংসদের

‘রোগীদের নিয়ে ব্যবসা করবেন না’, ১৫ টাকা সরঞ্জাম কেন ২৫০

১-র পাতার পর-এটা শোনার পর ডিভিশন বেষ্ধ ক্যানসারের একটি ইঞ্জেকশনের দামের ফালকের উদাহরণ দিলে বলে, “ক্যানসারের একটি ইঞ্জেকশনের দাম কোথাও ১১ হাজার টাকা, কোথাও ১ লক্ষ ৩০ হাজার। এটা আপনাদের কেমন নজরদারি?” দুই আইনদেরের শুভানিবেে বিচারপতিদের প্রশ্ন, “কেন গোটা সিস্টেম নির্মাতাদের সাহায্য করে যাচ্ছে?” কেন্দ্রের

মধ্যরাতে এসআরএফটিআই-তে ঢুকল পুলিশ বাহিনী

১-র পাতার পর-অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে নিরাপত্তার অজুহাতে অপরাধ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। মশাল মিছিল ও কুশপুতুল পোড়ানোর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিবাদের পদ্ধতি বলে দাবি পড়ুয়াদের। তাঁদের প্রশ্ন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে আপত্তি কোথায়? শ্লোগান, প্রতিবাদ এবং অন্যায়ের

বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের একজোট হওয়াকে কি হুমকি হিসেবে দেখছে কর্তৃপক্ষ? পড়ুয়াদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠার সময় পুলিশ কোথায় ছিল, সেই প্রশ্নও তুলেছে ছাত্র সংসদ। পড়ুয়াদের নিরাপত্তার অভিযোগে কেন একই তৎপরতায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়নি, প্রশ্ন ছাত্র সংসদের।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে নেটওয়ার্কজুড়ে চিকিৎসা সহায়তায় সাফল্য অর্জন করেছে পূর্ব রেলওয়ে

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর: পূর্ব রেলওয়ে তার চারটি প্রধান অপারেটিং ডিভিশন জুড়েই দুর্গাপূজা ২০২৬-এর উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায়, পূর্ব রেলওয়ে ব্যাপক জরুরি প্রতিক্রিয়া দল, চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকা ফার্স্ট এইড বুথ, ডেডিকেটেড অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক এবং স্থানীয় রাজ্য হাসপাতালগুলোর সাথে সক্রিয় সংযোগ স্থাপন করেছে, যা লক্ষ লক্ষ উৎসবের যাত্রীদের জন্য একটি মসৃণ, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্য-সুরক্ষিত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করেছে। এই বহু-বিভাগীয় স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর নির্দেশনায় ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর (পিসিএমডি) ডঃ দেবশিখা গুহ। তাঁর নেতৃত্বে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট মালদা, আসানসোল, হাওড়া এবং শিয়ালদহ ডিভিশনে জরুরি পরিষেবাগুলো মোতায়েন করে এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলোতে সরাসরি তাৎক্ষণিক ও জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ এবং মালদা, আসানসোল, হাওড়া এবং শিয়ালদহ ডিভিশনে জরুরি পরিষেবাগুলো থেকে ২৪.১১.২০২৬ পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছে। মালদা ডিভিশনে, বর্ষিত উৎসবের মরশুম কভার করার জন্য ১১.১০.২০২৬ থেকে ২৪.১১.২০২৬ পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছে। মালদা টাউনে মালদা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের সাথে এবং নিউ ফরাঞ্চায় বেনিয়াগ্রাম হাসপাতালের সাথে সংযোগ রেখে চব্বিশ ঘণ্টার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং ২৪ ঘণ্টার ফার্স্ট এইড বুথ স্থাপন করা হয়েছে। ভাগলপুরে, সিভিল সার্জন এবং রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ভাগলপুর সদর হাসপাতালের সাথে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বে ২৪ ঘণ্টার ফার্স্ট এইড বুথ এবং রেল-সমন্বিত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু ছিল। সুলতানগঞ্জ রেফারেল হাসপাতালপিএইচসি সুলতানগঞ্জের সাথে সংযুক্ত চব্বিশ ঘণ্টার অ্যাম্বুলেন্স কভারেজ অফার করে, অন্যদিকে জামালপুর জেলা হাসপাতালমুঙ্গেরের সাথে সংযুক্ত ২৪ ঘণ্টার অ্যাম্বুলেন্স সহায়তা প্রদান করে। সাহেবগঞ্জ সদর হাসপাতালের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থেকে চিকিৎসা বিভাগ সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে ২৪ ঘণ্টার ফার্স্ট এইড বুথ বজায় রেখেছিল। আসানসোলে ডিভিশনে, ১৬.১০.২০২৬ থেকে ২২.১০.২০২৬ পর্যন্ত পরিচালিত, আসানসোল, মধুপুর, সিউডি, জসিডিহ, দুর্গাপুর, আদাল এবং রানিগঞ্জ সহ সাতটি প্রধান স্টেশনে ইমার্জেন্সি মেডিকেল রুম (ইএমআর) এবং হেলথ ইউনিট থেকে ২৪খ৭ চিকিৎসা সহায়তা স্থাপন করা হয়েছিল। স্টেশনগুলোকে এইমস-টাইপের ইমার্জেন্সি মেডিকেল বক্স, ২৪খ৭ অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে হসপিটাল আসানসোলে, এইমস দেওয়ার, দেওয়ার স্টেট হসপিটাল, সিউডি সদর হাসপাতাল, দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল হসপিটাল এবং সাব ডিভিশনাল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আসানসোলের মতো প্রধান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরাসরি সংযোগের মাধ্যমে সজ্জিত করা হয়েছিল। ১৬.১০.২০২৬ থেকে ২১.১০.২০২৬-এর মধ্যে আসাদরণ অপারেশনাল দক্ষতা প্রদর্শন করে, হাওড়া ডিভিশন হাওড়া, বর্ধমান, ব্যাল্ডেল এবং রামপুরহাট সহ প্রধান স্টেশনগুলোতে ডেডিকেটেড মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ পরিচালনা করে, যা মোট ৬৯৭ জন রোগীকে তাৎক্ষণিক যত্ন প্রদান করে। স্টেশন অনুযায়ী মোট সহায়তার মধ্যে ছিল হাওড়ায় ৩৫১ জন যাত্রী, বর্ধমানে ৭ জন, ব্যাল্ডেলে ১১ জন এবং রামপুরহাটে ২৮ জন যাত্রী। দ্রুত অন-সাইট চিকিৎসা.

উত্তর পূর্ব রেলে ‘ভিজি্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ’-এর অংশ হিসেবে ‘ভিজি্যান্স সেমিনার’-র আয়োজন



২৮ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় ভিজি্যান্স কমিশনের নির্দেশনায় উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত পালিত ‘ভিজি্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ’-এর অংশ হিসেবে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে ‘সত্যতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর একটি ‘ভিজি্যান্স সেমিনার’-এর আয়োজন করা হয়। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়াঙ্কার, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ এবং আমন্ত্রিত মূল ভূণ্ডাগ-যাংমের মধ্যে ছিলেন উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত

জেনারেল ম্যানেজার শ্রী রাজীব মিশ্র এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, লেখক ও অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস), গোরখপুরের গভর্নিং বডির সদস্য ডঃ অশোক জাহ্নবী প্রসাদ-সর্দার ব্লগভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে সেমিনারটির উদ্বোধন করেন।

NAME CHANGE
I, Dipa Sikdar Biswas, D/o Samar Kumar Biswas, W/o Amulya Chandra Sikdar, residing at 80/81 B.C. Roy Sarani, Ward No. 02, Post Office- Coopers Camp, P.S.- Ranaghat, Dist- Nadia, Pin-741232 W.B. do hereby declare that I have changed my name from Dipa Sikdar Biswas to Dipa Sikdar and henceforth I shall be known as Dipa Sikdar in all purpose, vide affidavit No. 7 sworn before the Notary Public at Krishnagar on 27/10/2026. Dipa Sikdar and Dipa Sikdar Biswas both are same and one identical person.

বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৮ অক্টোবর : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজো শেষ। সামনে দীপালি। উৎসবের আবহেই সম্প্রীতি ও সৌহারদের বার্তা দিতে বার্ষিকের পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মেলন। বুধবার বিকেলে জয়নগর মজিলপুর সৌরসভার আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদার, জয়নগর ১ নম্বর জমির বিভিন্ন শুভদীপ দাস, সমাজসেবী অলোক হালদার, জয়নগর বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন মাস্টার সিহুস্মা শেখ, দক্ষিণ বারাসত বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন মাস্টার, জয়নগর-মজিলপুর যমকা কেন্দ্রের আধিকারিক এবং জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধিকারিক।

NAME CHANGE
I, RENU RANI SUKAI M/o 15760874P HAV, Rank HAV, AK SUKAI, residing at KALMA GHAT, Purba medinipur, AMARSHI, Pin-721454, west bengal do hereby solemnly affirm and declare that my actual Name & DOB is RENU RANI SUKAI & 21.11.1950 instead of RENUKA SUKAI & 01.07.1951 which has been wrongly recorded in my son's service record book under Indian Army vide an affidavit notared 28.10.2026 RENU RANI SUKAI and RENUKA SUKAI are same and one identical person & actual DOB is 21.11.1950.

NAME CHANGE
I, Abdul Goni (Old Name) S/O- Gafur Seikh residing at Vill & PO- Basharkhola PS-Kaiganj, Dist-Nadia, West Bengal 741150 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Goni to Abdul Gani Sk and henceforth I shall be known as Abdul Gani Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/10/2026 . My name Abdul Gani Sk & Abdul Goni both are same and one identical person.

দুসন্ত বার্তা, কলকাতা

NAME CHANGE
I, Sabena Khatoun, W/o Mithu Mondal, aged about 41 years, resident of Vill.-Paikar, P.O.-Paikar, P.S.- Paikar, Dist.-Birbhum, Pin-731221. West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Sabena Khatoun to Samina Aktar and henceforth I shall be known as Samina Aktar for all purposes, vide Affidavit No. 27717, sworn before the L.d. Executive Magistrate Court, Rampurhat, Birbhum, on 27.10.2026. Both Sabena Khatoun and Samina Aktar are one and the same identical person.

NAME CHANGE
I, Mahesh N Mankani (old name) S/O- Late Nebraj Mankani, resident of 8A, Kaishash Pandit Lane, New Alipore, P. S. - Behala, Dist- Kolkata, West Bengal - 700053, do hereby declare that I have changed my name from Mahesh N Mankani (old name) to Mahesh Mankani (New name) and henceforth I shall be known as Mahesh Mankani (New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15/10/2026. Mahesh N Mankani (old name) and Mahesh Mankani (New Name) both are same and one identical person .

NAME CHANGE
I, Asiraddin Seikh & Md Asiruddin (Old Name) S/O-Naimaddin SK residing at Kapasdanga, Beldanga Dist-Murshidabad, West Bengal 742133, hereby declared that I had changed my name from Asiraddin Seikh & Md Asiraddin to Asiruddin SK and henceforth I shall be known as Asiruddin SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn bfore the Notary Public Domkal court dated on 28/10/2026 . My name Asiruddin SK & Asiraddin Seikh & Md Asir- addin both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Dipak Mandal (Old Name) S/O-Shallen Mandal residing at Nidhirpota , Bhairab Chandrapur , Hanskhal , Nadia , West Bengal 741502, do hereby declared that I have changed my name from Dipak Mandal to Dipak Kumar Mandal and henceforth I shall be known as Dipak Kumar Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn bfore the Notary Public Domkal court dated on 28/10/2026 . My name Dipak Kumar Mandal & Dipak Mandal both are same and one identical person.

AFFIDAVIT
I, Uttam Modak, S/O, Kshitish Modak, residing at Vill. Taterkuthi, Mahiskuchi , 2no Bakshirhat, Dist. Coochbehar. Pin code. 736131. That my father's full, good and correct name is Kshitish Modak, Which is recorded in my Voter ID Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 20020967365, Wherein my father's name has been recorded as Kshitish Ch Modak. That Kshitish Modak and Kshitish Ch Modak, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 28AC 683278, dt. 12/08/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT
I, Prabir Kumar Das, S/O. Anil Chandra Das, residing at Dewanhat Moamari, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736134. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2011 0851496, Wherein my and my father's name has been recorded as Prabir Kr Das, S/O. Anil Ch Das . That Said Prabir Kumar Das, S/O. Anil Chandra Das and Prabir Kr Das, S/O. Anil Ch Das, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 40, Datar 28/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT
I,Jakir Hossain, S/O. Afan Uddin Miya, residing at Ward No 08, Din-hata Municipality , P.S. Dinhatra, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736135. That my father's full, good and correct name is Afan Uddin Miya, Which is recorded in my Voter ID Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 20000964312, Wherein my father's name has been recorded as A Uddin Miah. That Said Afan Uddin Miya and A Uddin Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 36, dt. 28/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT
I, Jiyarul Haque , S/O. Bajar Ali, residing at Doradabari, Mekhliganj, Dist. Coochbehar. Pin code. 736301. That my father's full, good and correct name is Bajar Ali, Which is recorded in my Voter Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1989 0954078, Wherein my and my father's name has been recorded as Md. Mazir Ali, S/O. Safiuddin Miah. That Said Ali Majir, S/O. Safi Uddin and Md. Mazir Ali, S/O. Md. Safiuddin Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 37, Date. 28/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT
I, Aati Majir, S/O. Safi Uddin, residing at Vill. Bangshata, Mandal Para P. S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736159. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1989 0954078, Wherein my and my father's name has been recorded as Md. Mazir Ali, S/O. Safiuddin Miah. That Said Ali Majir, S/O. Safi Uddin and Md. Mazir Ali, S/O. Md. Safiuddin Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 28AC 729765, dt 13/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT
I, Arati Baidya W/o- Bhim Baidya residing at Vill.- Bangshata, P.O.- Ambobe, P.S.- Bagdah, Dist- North 24 Parganas, Pin-743251, West Bengal, do herey by solemnly affirm and declare my actual date of birth is 01/01/1977, which is duly recorded in my Voter ID Card being No.- CTG2817658, Aadhar Card being No.-9934 8899 1894 and my PAN Card being No.- FEJPB9059C instead of 10/10/1971 which is wrongly recorded in my Passport being No.- N9402592, vide an affidavit No. 9947, Dt. 09/10/2026 sworn before the L.d. Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas.

‘স্কুল ছুটি’র আনন্দে খেললেন বৈভব!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৮ অক্টোবরঃ ওয়েলিংটনের কনকনে হওয়া আর ডার্লিল মিচেলের পাহাড়প্রমাণ রানকে ফুৎকারে উড়িয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ

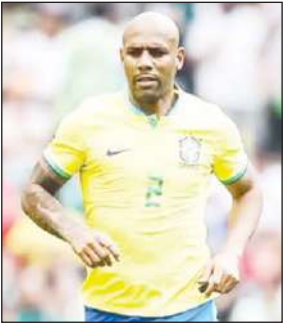


পকেটে পুরল টিম ইন্ডিয়া। ৬ উইকেটে দাপুটে জয়ের দিনেই শিরোনামে দুই ভারতীয়। ওপেন নিয়ে সুযোগ পেয়ে ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর বিশ্বংসী ইনিংস এবং বল হাতে অদর্শপাল সিংয়ের নয়। বিশ্বরেকর্ড। কিউয়িডুমে টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিকও সেরে ফেলল টিম ইন্ডিয়া। এর আগে ২০২০ ও ২০২২ সালেও সিরিজ জিতেছিল ভারত। আগের ম্যাচে তিন নম্বরে নেমেছিলেন। ৮ বলে মাত্র ৪ রান করে উল্টা। তৃতীয় ম্যাচে চেনা ওপেনিং পজিশনে ফিরতেই একেবারে স্বমিহ্মায় খলে উল্লেন

জুটিতেই ৫ ওভারে দলীয় শতরান আসে। রমেশের কথায়, “বোলাররা ওর নাম শুনলেই ভয় পাবে। অভিষেক আজ আক্ষরিক অর্থেই দৈত্যের মতো খেলেছে। ৭ ওভারে ১৩৬ রান তোলা মানে রান রেট ১৯! দীপাবলির আগেই যেন হাজার, দশ হাজারের বাজি ফাটিয়ে দিল।” ১৩.২ ওভারে ১৯৯ রান তাড়া করার তাগুব দেখে তাজ্জব অনিয়াক শ্রেয়স অহিয়ারও। তিনি বলেন, “অভারনীয় ব্যাটিং! সঞ্জু আর আমি যখন নামলাম, বল সিম করছিল। ওরাও কীভাবে যে সামলাল, ভাবলেই মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।” ব্যাটারদের দাপুটের দিনে বল হাতে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন অদর্শপাল। ৪ ওভারে ৩০ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন। আর এর সুবাদেই, এক ক্যালেভার বর্ষে (২০২৬) আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর শিকার সংখ্যা দাঁড়াল ৬৯ (৩০ ম্যাচে)। পূর্ণ সদস্য দেশগুলির বোলারদের মধ্যে যা মুখভাবে সর্বোচ্চ। ২০২২ সালে আয়ারল্যান্ডের পেসার ও প্রাক্তন গুজরাত টাইটান্স তারকা জস স্কিলট ও এক বছরে ৬৯টি উইকেট নিয়েছিলেন। এবার সেই নিজের ছুলেন ভারতীয় বা-হাতি পেসার। ১০২ ম্যাচে ১৪৯টি উইকেট নিয়ে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি। চলতি সিরিজেও তিন ম্যাচে তুলে নিয়েছেন ৪টি উইকেট। আর মাত্র একধাপ, তারপরেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দেরশো উইকেটের অভিজাত মহিলফলক ছুঁয়ে ফেলবেন অদর্শপাল।

‘জিরো ডিগ্রি’ গোলের জাদুকর তিলোত্তমায়! কলকাতায় আসছেন ব্রাজিলীয় কিংবদন্তি মাইকন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবরঃ পেলে, মারাদোনা, মেসি থেকে হালসে এমিলিয়ানো মার্ভিনেজ-ফুটবল তারকারা মারোসাবেই কলকাতা এসেছেন। ফুটবল-পাগল এই শহরে সদ্য ব্রাজিল ও উরুগুয়ের প্রাক্তনদের ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনার রেশ এখনও টটকা। তার মধ্যে ফের নতুন চমকা খাস কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন ব্রাজিলীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা কিংবদন্তি মাইকন। তবে নিছক কোনও প্রদর্শনী ম্যাচ বা বাটিকা সফর নয়। ইন্টার মিলানের ট্রেনল জয়ী মহাবীরকার কলকাতা আগমনের আসল লক্ষ্য-বাংলার মাটি থেকে ভারতীয় ফুটবলের আগামী প্রজন্মের সুপারস্টার খুঁজ বের করা। কিং স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাথ্‌লাসডর হিসেবে আগামী ১৩ নভেম্বর রাতে তিলোত্তমায় পা রাখছেন মাইকন। ১৪ তারিখ বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। এই সফরের মূল লক্ষ্য ‘মিশন ২০৩৭’। অর্থাৎ, আগামী এক দশকের মধ্যে ভারতীয় ফুটবলাররা যাতে ইউরোপের প্রথম সারির ক্লাবগুলোতে দাপুটের সঙ্গে খেলতে পারে, সেই স্বপ্নপূরণের মজবুত ভিত গড়ে দেওয়া। কিং স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা অভিষেক সেনগুপ্তর কথায়, “ভারতের পরবর্তী অধিকারকে খুঁজতে বাংলার মাটিতে কনানছি মাইকনকে। ১৫০ কোটি ভারতীয়র স্বপ্ন পূরণ করতে মাইকন আর কিং স্পোর্টসের যৌথ উদ্যোগ এই মিশন ২০৩৭।” দু’দিনের এই ঠাসা সফরে বাংলার তৃণমূল স্তরের প্রতিভাদের সঙ্গে সরাসরি সময় কাটানো ‘ইল কোলোসা’ বা দ্য কলোসাস। ১৪ তারিখ বিভিন্ন স্কুল থেকে উঠে আসা খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। সেদেন বিশ্বমারের ফুটবলের নানা টিপস,



উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ। ট্যালেট হাটের মাধ্যমে দেশীয় ফুটবলের পরবর্তী সুপারস্টার তৈরি করার লক্ষ্যেই অভিনব উদ্যোগ। পাশাপাশি, কলকাতা থেকেই স্পোর্টস বিজনেস এবং রেক্রেজেন্টেশনের ওপর একটি নতুন ডিপ্লোমা কোর্সেরও আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মাইকন। যার সাহায্যে এদেশের ফুটবল পরিকাঠামোয় আন্তর্জাতিক পেশাদারিত্বের ছোঁয়া লাগবে বলে আশাবাদী আয়োজকরা। ফুটবলবিশ্বে মাইকন পরিচিত তাঁর ক্ষিপ্ৰ গতি, নিখুঁত আক্রমণ এবং দুরন্ত রক্ষণভাগের জন্য। ক্রুজেইরো, মোনাকো, ম্যান সিটি ও এসএস রোমার হয়ে ক্লাব ফুটবল খেলেও, তাঁর কেরিয়ারের সেরা সময় কেটেছে ইতালির ইন্টার মিলানো। জেসে মোরিনহোর কোচিংয়ে ২০০৯-১০ মরশুমে ইন্টারের ঐতিহাসিক ট্রেনল জয়ে (সিবি-এ, কোপা ইতালিয়া ও উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স সেন্টারে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। এই সফরের মূল লক্ষ্য ‘মিশন ২০৩৭’। অর্থাৎ, আগামী এক দশকের মধ্যে ভারতীয় ফুটবলাররা যাতে ইউরোপের প্রথম সারির ক্লাবগুলোতে দাপুটের সঙ্গে খেলতে পারে, সেই স্বপ্নপূরণের মজবুত ভিত গড়ে দেওয়া। কিং স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা অভিষেক সেনগুপ্তর কথায়, “ভারতের পরবর্তী অধিকারকে খুঁজতে বাংলার মাটিতে কনানছি মাইকনকে। ১৫০ কোটি ভারতীয়র স্বপ্ন পূরণ করতে মাইকন আর কিং স্পোর্টসের যৌথ উদ্যোগ এই মিশন ২০৩৭।” দু’দিনের এই ঠাসা সফরে বাংলার তৃণমূল স্তরের প্রতিভাদের সঙ্গে সরাসরি সময় কাটানো ‘ইল কোলোসা’ বা দ্য কলোসাস। ১৪ তারিখ বিভিন্ন স্কুল থেকে উঠে আসা খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। সেদেন বিশ্বমারের ফুটবলের নানা টিপস,

লিগ) তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ক্লাবের জার্সিতে ৪টি সেরি-আ, ২টি কোপা ইতালিয়া ও ২০১০ সালের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হন। জাতীয় দলের জার্সিতেও সমান উজ্জ্বল এই বিখ্যাত রাইট ব্যাক। ব্রাজিলের হয়ে ৭৬টি ম্যাচ খেলা মাইকনের ক্যারিয়ারে রয়েছে জোঁতা কোপা আমেরিকা (২০০৪, ২০০৭) ও কনফেডারেশন্স কাপ (২০০৫, ২০০৯)। ফুটবলপ্রেমীরা আজও ভোলেননি ২০১০ বিশ্বকাপে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর করা সেই আইকনিক গোলের কথা। বেসলাইনের একেবারে প্রান্ত থেকে প্রায় জিরো ডিগ্রি (শূন্য ডিগ্রি) কোণ থেকে নেওয়া অবিশ্বাস্য বাকানো শট বোকা বানিয়েছিল বিপক্ষ গোলরক্ষককে। এবার সেই জাদুকরই আসছেন কলকাতায়। বাংলার মাটি থেকে আগামীর সুপারস্টার তুলে আনার বড় স্বপ্ন নিয়ে।

আর্সেনালকে বিদায় করে ইংলিশ ফুটবলে ভূমিকম্প চতুর্থ স্তরের ফ্লিটউডের

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৮ অক্টোবরঃ সে তো বটেই। এই প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দল ইংলিশ ফুটবলে চতুর্থ স্তরের কোনো দলের কাছে হেরে বিদায় নিল কারাবাও কাপ থেকে। ইংল্যান্ডের ফুটবল পিরামিডে যেখানে এই ম্যাচটির দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৮৪ ধাপ। ম্যাচের আগে ডাফটকিবেরে আরও হিসাব অনুযায়ী, আর্সেনালকে টপকে ফ্লিটউডের পরের রাউন্ডে যাওয়ার পক্ষে বাজির দর ছিল ১-এ ১৫ (প্রাস ১৫০০)। কিন্তু হাইবুরি স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে ঘটল চিক উল্টো। কারাবাও কাপে ৬৬ বছরের ইতিহাসে অন্যতম সেরা অর্ঘটনের জন্ম দিয়ে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন আর্সেনালকে বিদায় করেছে চতুর্থ স্তরের দল ফ্লিটউড টালো। ম্যাচ শেষে ওই কথাটা বলা আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্ন্তেরতার জন্য দিনটা তাই সতিই খুব দুঃখের। শুরুতে অংশ আতশবাজির বলকানিতে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল চ্যাম্পিয়নদের। ম্যাচ শুরুর কিছুক্ষণ পর মাথার ওপর ড্রোন উড়তে দেখে খেলা থামান রেগার। খেলোয়াড়দের সাময়িকভাবে মাঠ ছাড়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। আট মিনিট পর আবার শুরু হয় খেলা। তখন আর্সেনাল যেন একটু অপ্রস্তুত। সেই সুযোগ নিয়েই শেষ য়োলোর এই ম্যাচে ২১ মিনিটে ফরোয়ার্ড



শেষ হওয়ার আগেই ১০ জনে পরিণত হয় আর্সেনাল। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে লায়ি খেরে ৮৫ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ম্যাক ডাউম্যান। ম্যাচটা পেনাল্টি শ্বট আউটে টেনে নিতে ফ্লিটউড গোলকিপার জে লিগেরও দারুণ অবদান। নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে দুটি দারুণ সেভ করেন। শ্বট আউটে ব্রুনো

গিমারায়েরের শটও ঠেকান লিঞ্চ। এরপর কিশোর ডিফেন্ডার কনর হুই লক্ষ্য ভেদ করলে টাইহেকারে ৫-৬ গোলের দারুণ জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে নতুন ইতিহাসের



জন্ম দেয় লিগ টু পয়েন্ট তালিকায় ১৮তম দলটি। এই প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতাটির কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ফ্লিটউড। ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলের এই ক্লাবটি মূলত নিতে ফ্লিটউড গোলকিপার জে লিগেরও দারুণ অবদান। নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে দুটি দারুণ সেভ করেন। শ্বট আউটে ব্রুনো

খেলেন ডার্ডি। অবিশ্বাস্য জয়ের পর স্ক্রাই স্পোর্টসকে ফ্লিটউড কোচ ম্যাট ললোর বলেন, “বিশ্বাসই হচ্ছে না। যেকোনো বড় দল আমাদের মাঠে খেলার বিচারে এটা ক্লাবের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাত আর আমরা সেই চ্যাম্পিয়নদেরই হারিয়ে দিলাম!” মূল একাদশে ৯টি পরিবর্তন আনলেও স্ক্রিশালী দলই মাঠে নামিয়েছিলেন আর্সেনাল কোচ আরতেতা। কহি হাভার্ডজ, ডাউম্যানরা ছিলেন। বদলি নামেন মার্টিন ওডেগার্ডও। তবু অবিশ্বাস্য হারের পর আরতেতা বলেন, “পরের রাউন্ডে হাওয়ার জন্য সবাই আগে ফ্লিটউডকে অভিনন্দন জানাই। তারা যেভাবে এটা করেছে, সেটা বিচারে আমাদের জন্য খুব খুব দুঃখের দিন। খেলোয়াড়দের মানসিকতা বা নিবেদনে খামতি ছিল না, তাদের সমালোচনা করার সুযোগ নেই...এটাই ফুটবল, এটাই এই প্রতিযোগিতার সৌন্দর্য। আজ আমাদের সতিই মন খারাপের দিন।” ইংলিশ ফুটবলের চতুর্থ স্তরের দলগুলোর মুখোমুখি হয়ে এ নিয়ে টানা দুবার লিগ কাপ থেকে বিদায় নিল আর্সেনাল। এর আগে ২০১২-১৩ মরশুমে কোয়ার্টার ফাইনালে আরেক চতুর্থ স্তরের দল ব্র্যাডফোর্ড সিটির কাছেও পেনাল্টি শ্বট আউটে হেরে বাপ পড়ে বর্তমান প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে দ্বিতীয় আর্সেনাল।

দাবার দুনিয়ায় অন্ধকার ছবি? প্রতি ৪ জনে ৩ মহিলা হেনস্থার শিকার, সমীক্ষায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

দাবার বোর্ডে প্রতিপক্ষকে হারানোর লড়াই চলে বৃদ্ধি আর কৌশলে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের বাইরেও বৈষম্য ও হেনস্থার মতো বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বহু মহিলা দাবাবুকে। পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক, তা সামনে এনেছে আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থা একআইডিই-র প্রথম বিশ্বব্যাপী সমীক্ষা। রিপোর্ট বলছে, দাবার সঙ্গে যুক্ত প্রতি চার জন মহিলা ও কিশোরীর মধ্যে তিন জনই কোনও না কোনও ধরনের বৈষম্য বা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। এমন অভিজ্ঞতায় বিরক্ত হয়ে ৪৪ শতাংশ মহিলা দাবা ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছেন। ১২৭টি দেশের দাবা সংস্থার মোট ৬৭২ জনের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে দাবার জগতের এক অস্বস্তিকর ছবি। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দাবার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬৩ শতাংশ মহিলা লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়েছেন। যৌন হেনস্থা বা অনুপযুক্ত আচরণের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ৬৮ শতাংশ। একই সংখ্যক মহিলা অনলাইনেও অপমান, হেনস্থা ও হরানির শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতার মঞ্চ থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া- দাবার জগতে মহিলাদের নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ২০২৬ সালের ৬ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালানো এই সমীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে একআইডিই-র মহিলা দাবা কমিশন। এতে বিভিন্ন বয়স ও দক্ষতার খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দাবার আশ্পায়ার, কোচ, আয়োজক এবং বিভিন্ন দাবা সংস্থার আধিকারিকেরাও অংশ নিয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি ৬৯ জন উত্তরদাতা ছিলেন ভারতের। সমীক্ষায় একআইডিই-র স্বীকৃত খেতাবধারী ১৩৬ জন মহিলা দাবাবুও অংশ নেন। তাদের মধ্যে ১০ জন মহিলা



লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ যৌন হেনস্থা বা অনুপযুক্ত আচরণের মুখোমুখি হয়েছেন। অন্য দিকে, ১৮ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে এই হার যথাক্রমে ৪৭ ও ১৭ শতাংশ। একআইডিই-র স্বীকৃত খেতাবধারী মহিলা দাবাবুদের ক্ষেত্রে ছবিটা আরও উদ্বেগজনক। তাদের ৮১ শতাংশ লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়েছেন এবং ৫৫ শতাংশ যৌন হেনস্থা বা অনুপযুক্ত আচরণের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। একআইডিই-র মহিলা দাবা কমিশনের চেয়ারপার্সন ট্রিস-আন রিচার্ডসের মতে, এই পরিসংখ্যানকে শুধু উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখলে চলবে না। বরং সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজতে

হবে। এক সংবাদমাধ্যমকে রিচার্ডস বলেন, “এই পরিসংখ্যান অবশ্যই উদ্বেগজনক। তবে সমীক্ষার ফলাফলকে শুধু কিছু ভয় ধরানো সংখ্যা হিসেবে দেখলে চলবে না। এই সংখ্যাগুলির পিছনে রয়েছেন দাবার সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের মধ্যে বৈষম্য ও হেনস্থার অভিজ্ঞতা বেশি। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সি মহিলাদের ৭০ শতাংশ দাবার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে

শুধু দাবার জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য খেলা, কর্মক্ষেত্র এবং সমাজেও মহিলাদের একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। রিচার্ডস আরও বলেন, “দাবার ভাবমূর্তি খারাপ করা এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বরং এই সমস্যাগুলির বাস্তবতা স্বীকার করে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে দাবা খেলার সুযোগ পাওয়ার জন্য কোনও মহিলা বা কিশোরীকে বৈষম্য কিংবা হেনস্থা সহ্য করতে না হয়।” সমীক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অংশগ্রহণকারীদের ৪৪ শতাংশই কোনও না কোনও সময়ে দাবা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছেন। যারা লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়েছেন, তাদের মধ্যে এই হার ৫৬ শতাংশ। যৌন

হেনস্থা বা অনুপযুক্ত আচরণের শিকার মহিলাদের ক্ষেত্রে তা বেড়ে হয়েছে ৫৮ শতাংশ। সমীক্ষার অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে করা বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, লিঙ্গবৈষম্যের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন মহিলাদের দাবা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবার সম্ভাবনা অন্যান্যদের তুলনায় তিন গুণ বেশি। ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা দ্বিগুণেরও বেশি। একআইডিই-র স্বীকৃত খেতাব থাকলেও দাবা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হয়েছে। দাবার জগতে মহিলা আদর্শ ও পরামর্শদাতার অভাবও উঠে এসেছে সমীক্ষায়। মাত্র ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, দাবার জীবনে তারা কোনও মহিলা আদর্শ বা পরামর্শদাতা পেয়েছেন। মাত্র ৩৩ শতাংশ মনে করেন, নিজেদের আঞ্চলিক দাবা মহলে মহিলারা যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পান। তবে বৈষম্য ও হেনস্থাই একমাত্র বাধা নয়। আর্থিক সমস্যাও বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনেকে। যাতায়াত, কোচিং এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার খরচের কথা জানিয়েছেন ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা। স্কুল, চাকরি ও পরিবারের দায়িত্ব সামলে দাবার জন্য সময় বের করাও কঠিন বলে জানিয়েছেন ৪৮ শতাংশ। সব মিলিয়ে, ৮-৪ শতাংশ মহিলা মনে করেন, দাবার পথে তাঁদের সামনে বড় অথবা মাঝারি বাধা রয়েছে। অথচ তাঁদের মধ্যে ৭২ শতাংশের কাছেই দাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অঞ্চলভেদেও বৈষম্যের ছবিতে পার্থক্য রয়েছে। উত্তর আমেরিকায় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া মহিলাদের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্যের অভিজ্ঞতার হার সবচেয়ে বেশি, ৮৩ শতাংশ। দক্ষিণ আমেরিকায় এই হার ৭৮ শতাংশ, ইউরোপে ৭৪ শতাংশ এবং মধ্য আমেরিকায় ৭৩ শতাংশ। এশিয়ায় হার ৫৩ শতাংশ এবং আফ্রিকায় ৫০ শতাংশ।

নিজের ফ্ল্যাটেই আত্মঘাতী অ্যাথলিট নীরজ যাদব, এশিয়ান প্যারা গেমসে তিনবার সোনা জিতেছিলেন

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২৮ অক্টোবরঃ ভারতের ক্রীড়ামহলে মর্মান্তিক খবর। নিজের ফ্ল্যাটেই আত্মঘাতী হলেন এশিয়ান প্যারা গেমসে তিনবারের সোনাঙ্গরী তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ যাদব। মঙ্গলবার তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জাতীয় প্যারা-অ্যাথলেটিক্সের প্রথিত কোচ এস সতানারায়ণ বৃথবার সংবাদমাধ্যমের কাছে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। কী কারণে নীরজ এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ইতিমধ্যে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। কোচ সতানারায়ণের কথায়, “অত্যন্ত মর্মান্তিক। নীরজ নিজের ফ্ল্যাটেই আত্মঘাতী হয়েছে। চিক কী কারণে সে এমন চরম পদক্ষেপ করল, তা এখনও অজানা।” উত্তরপ্রদেশের ভূমিপুত্র নীরজ ছিলেন ভারতের অন্যতম সফল প্যারা-অ্যাথলিট। জন্ম থেকেই তাঁর লড়াই শুরু। মাত্র সাত বছর বয়সে পোলিও আক্রান্ত হন। তখন থেকেই হুইলচেয়ার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে ট্র্যাকে অভাবনীয় কামব্যাক। শুরুতে টানা সাত বছর হুইলচেয়ার টেনিস খেলেন। এরপর ২০১৫ সালে অ্যাথলেটিক্সে হাতেখড়ি। ওই বছরই দিল্লি স্টেট



রূপে জ্ঞা। এরপর ২০১৮ সালের জাকার্তা এশিয়ান প্যারা গেমসে পুরুষদের জ্যাভলিনে এক্ষ৫৫ বিভাগে ২৯.৮৪ মিটারে এশিয়ান রেকর্ড। জিতে নেন স্বর্ণের সোনা। আন্তর্জাতিক মহলে সেটাই নীরজের প্রথম বড় স্বীকৃতি। ২০২৩ সালের অক্টোবরে চিনের হাংঝাউতে অনুষ্ঠিত ২০২২ এশিয়ান প্যারা গেমসেও দুরন্ত কর্মে ছিলেন। ডিসকাস থ্রো (এফ৫৪৫৫৫৬ ক্লাস) ও জ্যাভলিনে (এফ৫৫) দেশকে জোঁতা সোনা এনে দেন। এর আগে ২০২২ সালে মরক্কোর মারাকেশে প্যারা অ্যাথলেটিক্স গ্রাঁ প্রিতে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন ভারতের এই তারকা থ্রোয়ার। অদ্য মানসিকতার এমন এক লড়াই চ্যাম্পিয়নের হাওয়া আত্মহননে রীতিমতো শোকস্তব্ধ গোটা দেশের ক্রীড়ামহল।

পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড় ভ্রমণের

একমাত্র ভরসাযোগ্য ও নিরাপদ ঠিকানা

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

Vill : Tilaitanr, PO.: Kadampur, PS : Arsha, Beside Tilaitanr Water Tank, Ajodhya, Purulia, pin : 723201

১. প্রাকৃতিক নিরিবিলি পরিবেশ আধুনিক ব্যবস্থা যুক্ত কন্টেক্স থাকার ব্যবস্থা।

১. অতিথিদের জন্য দেশী মুরগি, দেশী খাসির মাংস, পছন্দসই চাইনিজ আইটেম, বাঙালি খাবার পাওয়া যায়।

৩. গাড়ি- পিক আপ, সাইট সিংং, ড্রপ এর ব্যবস্থা আছে। সং ও অভিজ্ঞ ড্রাইভার গাইড করেন।

৪. স্থানীয় সংস্কৃতি - ছৌ নাচ, আদিবাসী নাছ, পাতা নাচ এর ব্যবস্থা আছে।

8334826975/9875658238 gitanjaliforestretreat@gmail.com

CHECK IN: 10:00 AM & CHECK OUT: 9:00 AM

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যজগৎ এগ্রপ্লিয়ার কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইহতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইহতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Alok Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajog Enterprises Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com